HSC 2025

GAMECHANGER!

ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স ২০২৫

আর্লিবার্ড অফারে

কোর্সে এনরোল করতে নিচের লিংকে ভিজিট করো

userweb.utkorsho.org

অথবা কল করো

+88 09613 715 715

উৎকর্ষ

বাংলা-সহপাঠ

লেকচার-২১

সিরাজউদ্দৌলা

এইচএসসি' ২৪
ফাইনাল প্রিপারেশন

উৎকর্ষ

সিরাজউদ্দৌলা

সিকান্দার আবু জাফর

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময়: ১৭৫৭ সাল, ২২শে জুন।
স্থান: পলাশিতে সিরাজের শিবির

[চরিত্রবৃন্দ: মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-সিরাজ, মোহনলাল, মিরমর্দান, প্রহরী, বন্দি কমর]
(গভীর রাত্রি।শিবিরের ভেতরে নবাব চিন্তাগ্রস্তভাবে পায়চারি করছেন।দূর থেকে শৃগালের প্রহর ঘোষণার শব্দ ভেসে আসবে।)

(৫০,০০০)
কামান (৫০+)
(নবাব)
হুয়ার্ল্ড
রাজপুত
মীরজাফর
ইংরেজ
(৩০০০-)
কামান
(১০)
(লক্ষ্যবাগ)
BHAGIRATHI RIVER
ভাগীরথী নদী

সিরাজ : দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হলো।শুধু ঘুম নেই শেয়াল আর সিরাজউদ্দৌলার চোখে। (আবার নীরব পায়চারি) ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই-

(মোহনলালের প্রবেশ।কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই)

সত্যি অবাক হয়ে যাই মোহনলাল, ইংরেজ সভ্য জাতি বলেই শুনেছি।তারা শৃঙ্খলা জানে, শাসন মেনে চলে।কিন্তু এখানে ইংরেজরা যা করছে সে তো স্পষ্ট রাজদ্রোহ।

সিরাজ : একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধরছে।আশ্চর্য!

জাঁহাপনা।

মোহনলাল : হ্যাঁ, বলো মোহনলাল, কী খবর।

সিরাজ : ইংরেজের পক্ষে মোট সৈন্য তিন হাজারের বেশি হবে না।অবশ্য তারা অস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত।নবাবের পক্ষে সৈন্যসংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি।ছোট বড় মিলিয়ে ওদের

মোহনলাল : কামান হবে গোটা দশেক।আমাদের কামান পঞ্চাশটার বেশি।

সিরাজ : এখন প্রশ্ন হলো আমাদের সব সিপাই লড়বে কিনা এবং সব কামান থেকে গোলা ছুটবে কি না।

মোহনলাল: জাঁহাপনা।

সিরাজ : এমন আশঙ্কা কেন করছি তাই জানতে চাইছ তো? মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে।কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে।

মোহনলাল : সিপাহসালারের আরও একখানা গোপন চিঠি ধরা পড়েছে। (নবাবের হাতে পত্র দান।নবাব সেটা পড়ে হাতের মুঠোয় মুচড়ে ফেললেন)

সিরাজ : বেইমান।

মোহনলাল : ক্লাইভের আরও তিনখানা চিঠি ধরা পড়েছে।সে সিপাহসালারের জবাবের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে মনে হয়।

সিরাজ : সাংঘাতিক লোক এই ক্লাইভ।মতলব হাসিল করার জন্যে যে কোনো অবস্থার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে (ওর কাছে সব কিছুই যেন বড় রকমের জুয়ো খেলা।)

(মিরমর্দানের প্রবেশ।যথারীতি কুর্নিশ করে একদিকে দাঁড়াল)

মোহনলাল : বল মিরমর্দান।

মিরমর্দান : ইংরেজ সৈন্য লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে।ক্লাইভ এবং তার সেনাপতিরা উঠেছে গঙ্গাতীরের ছোট বাড়িটায়।এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে।

মোহনলাল : তোমাদের ফৌজ সাজাবার আয়োজন শেষ হয়েছে তো?

মিরমর্দান : (একটা প্রকাণ্ড নকশা নবাবের সামনে মেলে ধরে) আমরা সব গুছিয়ে ফেলেছি। (নকশা দেখাতে দেখাতে) আপনার ছাউনির সামনে গড়বন্দি হয়েছে।ছাউনির সামনে মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমি।আরও ডানদিকে গঙ্গার ধারে এই ঢিপিটার উপরে একদল পদাতিক আমার জামাই বদ্রিআলি খাঁর অধীনে যুদ্ধ করবে।তাদের ডান পাশের গঙ্গার দিকে একটু এগিয়ে নৌবে সিং হাজারির বাহিনী।বাঁ দিক দিয়ে লক্ষবাগ পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে সেনাবাহিনী সাজিয়েছেন সিপাহসালার, রায়দুর্লভরাম আর ইয়ার লুৎফ খাঁ।

সিরাজ : (নকশার কাছ থেকে সরে এসে একটু পায়চারি করলেন) কত বড় শক্তি, তবু কত তুচ্ছ মিরমর্দান।

মিরমর্দান : জাঁহাপনা!

সিরাজ : আমি কী দেখছি জান? কেমন যেন অঙ্কের হিসেবে ওদের সুবিধের পাল্লা ভারী হয়ে উঠেছে।

মিরমর্দান : ইংরেজদের ঘায়েল করতে সেনাপতি মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমার বাহিনীই যথেষ্ট।

সিরাজ : ঠিক তা নয়, মিরমর্দান।আমি জানি তোমাদের বাহিনীতে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার আর আট হাজার পদাতিক সেনা রয়েছে।তারা জান দিয়ে লড়বে।কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা কী দাঁড়াচ্ছে, এসো তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করি।

মোহনলাল : জাঁহাপনা!

সিরাজ : মিরজাফরের বাহিনী সাজিয়েছে দূরে লক্ষবাগের অর্ধেকটা ঘিরে।যুদ্ধে তোমরা হারতে থাকলে ওরা দুকদম এগিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে মিলবে বিনা বাধায়।যেন নিশ্চিন্তে আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছে।

মিরমর্দান : কিন্তু আমরা হারব কেন?

সিরাজ : না হারলে ওরা যে তোমাদের ওপরেই গুলি চালাবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যাক, শিবিরের কাছে ওদের ফৌজ রাখবার কথা আমরাও ভাবি না।কারণ, সামনে তোমরা যুদ্ধ করতে থাকলে, ওরা পেছনে নবাবের শিবির দখল করতে এক মুহূর্ত দেরি করবে না।

মোহনলাল : ওদের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না আনলেই বোধ হয়-

সিরাজ : এনেছি চোখে চোখে রাখার জন্যে।পেছনে রেখে এলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী দখল করত।

মিরমর্দান : এত চিন্তিত হবার কারণ নেই, জাঁহাপনা।আমাদের প্রাণ থাকতে নবাবের কোনো ক্ষতি হবে না।

সিরাজ : আমি জানি, তাই আরও বেশি ভরসা হারিয়ে ফেলছি।তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই আজ বেশি করে পীড়া দিচ্ছে।

মোহনলাল : আমরা জয়ী হব, জাঁহাপনা!

সিরাজ : পরাজিত হবে, আমিই কি তা ভাবছি।আমি শুধু অশুভ সম্ভাবনাগুলো শেষবারের মতো খুঁটিয়ে বিচার করে দেখছি।আগামীকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্তু হুকুম দেবে মিরজাফর।যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়াবার জন্যে যুদ্ধের সর্বময় কর্তৃত্ব সিপাহসালারকে দিতেই হবে।ফল কি হবে কে জানে।আমি কর্তব্য স্থির করতে পারছিনে, কিন্তু কেন যে পারছিনে আশা করি তোমরা বুঝছ।

মিরমর্দান : জাঁহাপনা!

সিরাজ : আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তিতে নয়, মোহনলাল।আমার একমাত্র ভরসা আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু।

(কিছুটা কোলাহল শোনা গেল বাইরে।দুজন প্রহরী এক ব্যক্তিকে নিয়ে হাজির হলো)

প্রহরী : হুজুর, এই লোকটা নবাবের ছাউনির দিকে এগোবার চেষ্টা করছিল।

(সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল বন্দির কাছে এগিয়ে এসে নবাবকে একটু যেন আড়াল করে দাঁড়াল।নবাব দুপা এগিয়ে এলেন। অপর দিক দিয়ে মিরমর্দান বন্দির আর এক পাশে দাঁড়াল)

বন্দি : (সকাতর ক্রন্দনে) আমি পলাশি গ্রামের লোক, হুজুর।রৌশনি দেখতে এখানে এসেছি।

মোহনলাল : (প্রহরীকে) তল্লাশি কর।

(প্রহরী তল্লাশি করে কিছুই পেল না)

কিন্তু একে সাধারণ গ্রামবাসী বলে মনে হচ্ছে না, জাঁহাপনা।

মিরমর্দান : (প্রহরীকে) বাইরে নিয়ে যাও।কথা আদায় কর।(হঠাৎ) দেখি দেখি।এ তো কমর বেগ জমাদার।মিরজাফরের গুপ্তচর উমর বেগের ভাই।এও গুপ্তচর।

কমর : (সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে) জাঁহাপনার কাছে বিচারের জন্যে এসেছি।আমাকে আসতে দেয় না, তাই চুরি করে হুজুরের কদম মোবারকে ফরিয়াদ জানাতে আসছিলাম।

সিরাজ : (কাছে এগিয়ে এসে) কি হয়েছে তোমার?

কমর : আমার ভাইকে সেনাপতি মোহনলালের হুকুমে খুন করা হয়েছে, হুজুর।

সিরাজ : মোহনলাল!

মোহনলাল : গুপ্তচর উমর বেগ জমাদার হাতেনাতে ধরা পড়েছিল জাঁহাপনা।ক্লাইভের চিঠি ছিল তার কাছে।প্রহরীদের হাতে ধরা পড়বার পর সে পালাবার চেষ্টা করে।ফলে প্রহরীদের তলোয়ারের ঘায়ে সে মারা পড়েছে।

(সিরাজ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মোহনলালের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন)

(যেন দোষ ঢাকবার চেষ্টায়) সে চিঠি জাঁহাপনার কাছে আগেই দাখিল করা হয়েছে।

সিরাজ : (মোহনলালের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটু পায়চারি করে চিন্তিত ভাবে) কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কি না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই, মোহনলাল।

কমর : জাঁহাপনা মেহেরবান।

সিরাজ : (প্রহরীদের) একে নিয়ে যাও।কাল যুদ্ধ শেষ হবার পর একে মুক্তি দেবে।

(রুদ্ধস্বরে) এই কি জাঁহাপনার বিচার?

কমর :

আমি জানি, এখানে এ অবস্থায় শুধু ফরিয়াদ জানাতেই আসবে এতটা নির্বোধ তুমি

মোহনলাল : নও।(কঠোর স্বরে প্রহরীদের) নিয়ে যাও।

(বন্দিকে নিয়ে প্রহরীদের প্রস্থান।শৃগালের প্রহর ঘোষণা)

সিরাজ : তোমরাও এখন যেতে পার।আজ রাতে তোমাদের কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন।রাত প্রায় শেষ হয়ে এল।

(মোহনলাল ও মিরমর্দান বেরিয়ে গেল।সিরাজ পায়চারি করতে লাগলেন।সোরাহি থেকে পানি ঢেলে খেলেন।কোথায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল।সিরাজ উৎকর্ণ হয়ে তা শুনলেন।কি যেন ভেবে রেহেলে রাখা কোরান শরিফের কাছে গিয়ে জায়নামাজে বসলেন।কোরান শরিফ তুলে ওষ্ঠে ঠেকিয়ে রেহেলের ওপর রেখে পড়তে লাগলেন।দূর থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এল।সিরাজ কোরান শরিফ মুড়ে রাখলেন। 'আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম'-এর পর মোনাজাত করলেন।আস্তে আস্তে পাখির ডাক জেগে উঠতে লাগল।হঠাৎ সুতীব্র তূর্যনাদ স্তব্ধতা ভেঙে খান খান করে দিল)

[দৃশ্যান্তর]

উৎকর্ষ

পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে কত হাজার সৈন্য ছিল?

ক) ২
খ) ৩
গ) ৪
ঘ) ৫

বাঙালি → ৫,০,০০০ সৈন্য

উৎকর্ষ

পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে কত হাজার সৈন্য ছিল?

ক) ২
খ) ৩
গ) ৪
ঘ) ৫

উৎকর্ষ

পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পতনের জন্য তার নিজের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকখানি দায়ী, তা হলো-
[বা. বো. ১৭]

ক) সরলতা
খ) সত্যপ্রীতি
গ) অদূরদর্শিতা
ঘ) একরোখামি

তৃতীয় দৃশ্য

সময়: ১৭৫৭ সাল, ২৩শে জুন।
স্থান: পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র

[চরিত্রবৃন্দ: মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- সিরাজ, প্রহরী, সৈনিক, দ্বিতীয় সৈনিক, তৃতীয় সৈনিক, সাঁফ্রে, মোহনলাল, রাইসুল জুহালা, ক্লাইভ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, ইংরেজ সৈনিকগণ।]

(গোলাগুলির শব্দ, যুদ্ধ, কোলাহল।সিরাজ নিজের তাঁবুতে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন।সৈনিকের প্রবেশ)

সিরাজ : (উৎকণ্ঠিত) কী খবর সৈনিক?

সৈনিক : যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে গিয়ে লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে।সিপাহসালার, সেনাপতি রায়দুর্লভ এবং ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্য যুদ্ধে যোগ দেয়নি।

সিরাজ : মিরমর্দান, মোহনলাল?

সৈনিক : ওরা শত্রুদের পিছু হটিয়ে লক্ষবাগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সিরাজ : আচ্ছা, যাও।

(সৈনিকের প্রস্থান।কোলাহল প্রবল হয়ে উঠল।দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

দ্বিতীয় সৈনিক : দুঃসংবাদ, জাঁহাপনা।সেনাপতি নৌবে সিং হাজারি ঘায়েল হয়েছেন।

সিরাজ : (কঠোর স্বরে) যাও।

(প্রস্থান।একটু পরে তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

তৃতীয় সৈনিক : কিছুক্ষণ আগে যে বৃষ্টি হলো তাতে ভিজে আমাদের বারুদ অকেজো হয়েছে, জাঁহাপনা।

সিরাজ : (ভীত স্বরে) বারুদ ভিজে গেছে?

তৃতীয় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দান তাই কামানের অপেক্ষা না করে হাতাহাতি লড়বার জন্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।

সিরাজ : আর কোম্পানির ফৌজ যখন কামান ছুঁড়বে?

তৃতীয় সৈনিক : শত্রুদের সময় দিতে চান না বলেই সেনাপতি মিরমর্দান শুধু তলোয়ার নিয়েই সামনে এগোচ্ছেন।

(দ্রুত প্রথম সৈনিকের প্রবেশ)

প্রথম সৈনিক : সেনাপতি বদ্রিআলি খাঁ নিহত, জাঁহাপনা।যুদ্ধের অবস্থা খারাপ।

সিরাজ : না! যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয় না বদ্রিআলি ঘায়েল হলে।মিরমর্দান, মোহনলাল আছে।কোনো ভয় নেই, যাও।

(প্রথম ও তৃতীয় সৈনিকের প্রস্থান।হঠাৎ যুদ্ধ কোলাহল কেমন যেন আর্ত চিৎকারে পরিণত হলো)

সিরাজ : কি হলো? (টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখবার চেষ্টা।)

(ফরাসি সেনাপতি সাঁফ্রের প্রবেশ)

সিরাজ : (দ্রুত এগিয়ে এসো) কি খবর সাঁফ্রে? আমাদের পরাজয় হয়েছে?

সাঁফ্রে : (কুর্নিশ করে) এখনো হয়নি, Your excellency, কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠেছে।

সিরাজ : শক্তিমান বীর সেনাপতি, তোমরা থাকতে যুদ্ধে হার হবে কেন? যাও, যুদ্ধে যাও, সাঁফ্রে।জয়লাভ কর।

সাঁফ্রে : আমি তো ফ্রান্সের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ছি জাঁহাপনা।দরকার হলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি প্রাণ দেব।কিন্তু আপনার বিরাট সেনাবাহিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে- Standing like pillars.

সিরাজ : মিরজাফর, রায়দুর্লভকে বাদ দিয়েও তোমরা লড়াইয়ে জিতবে।আমি জানি তোমরা জিতবেই।

সাঁফ্রে : আমাদের গোলার আঘাতে কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে লক্ষবাগে আশ্রয় নিচ্ছিল।এমন সময়ে এল বৃষ্টি।হঠাৎ জাফর আলি খান আদেশ দিলেন এখন যুদ্ধ হবে না।মোহনলাল যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলেন না।কিন্তু সিপাহসালারের আদেশ পেয়ে টায়ার্ড সোলজারস যুদ্ধ বন্ধ করে শিবিরে ফিরতে লাগল।সুযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিলপ্যাট্রিক আমাদের আক্রমণ করেছে।মিরমর্দান তাদের বাধা দিচ্ছেন।কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে বারুদ অকেজো হয়ে গেছে।তাঁকে এগোতে হচ্ছে কামান ছাড়া। And that is dangerous.

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ।কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।)

সিরাজ : কী সংবাদ?
(অধৈর্য হয়ে কাছে এসে প্রহরীকে ঝাঁকুনি দিয়ে) কী খবর, বল কী খবর?

দ্বিতীয় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দানের পতন হয়েছে, জাঁহাপনা।

সাঁফ্রে : What? Mir Mardan killed?

সিরাজ : (যেন আচ্ছন্ন) মিরমর্দান শহিদ হয়েছেন?

(কিছু বলবার চেষ্টা করেও পারল না)

সাঁফ্রে : The breavest soldier is dead.

Breavest soldier → মিরমর্দান (*)

আমি যাই, Your excellency. আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, ফরাসিরা প্রাণপণে লড়বে।

(প্রস্থান)

সিরাজ : ঠিক বলেছ সাঁফ্রে, শ্রেষ্ঠ বাঙালি বীর যুদ্ধে শহিদ হয়েছে।এখন তাহলে কি করতে হবে? সাঁফ্রে, মোহনলাল-

দ্বিতীয় সৈনিক : সেনাপতি মোহনলালকে খবর দিতে হবে, জাঁহাপনা?

সিরাজ : মোহনলাল? না।নৌবে সিং, বদ্রিআলি, মিরমর্দান সবাই নিহত।এখন কী করতে হবে।(পায়চারি করতে করতে হঠাৎ) হ্যাঁ, আলিবর্দির সঙ্গে যুদ্ধ থেকে যুদ্ধে আমিই তো ঘুরেছি।বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে তো আমি।যুদ্ধক্ষেত্রে আমি উপস্থিত নেই বলেই পরাজয় গুটিগুটি এগিয়ে আসছে।(সৈনিককে উদ্দেশ করে) আমার হাতিয়ার নিয়ে এস।আমি যুদ্ধে যাব।আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে।

(মোহনলালের প্রবেশ)

না, জাঁহাপনা।

মোহনলাল :

মোহনলাল!

সিরাজ : (সৈনিক বেরিয়ে গেল)

পলাশিতে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, জাঁহাপনা।এখন আর আত্মাভিমানের

মোহনলাল : সময় নেই।আপনাকে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে।

সিরাজ : মিরজাফরের কাছে একবার কৈফিয়ত চাইব না?

মোহনলাল : মিরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিল বলে।আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না জাঁহাপনা।মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আপনাকে নতুন করে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে।

সিরাজ : আমি একাই ফিরে যাব?

মোহনলাল : আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই।আমি যাই, জাঁহাপনা।সাঁফ্রে আর আমার যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।

(নতজানু হয়ে নবাবের পদস্পর্শ করল।তারপর দ্বিতীয় কথা না বলে বেরিয়ে গেল)

সিরাজ : (আত্মগতভাবে) যাও, মোহনলাল।আর দেখা হবে না।আর কেউ রইল না।শুধু আমি রইলাম-নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে, মোহনলাল বলে গেল।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক : দেহরক্ষী অশ্বারোহীরা প্রস্তুত, জাঁহাপনা।আপনার হাতিও তৈরি।

সিরাজ : চল।

(যেতে যেতে কী যেন মনে করে দাঁড়ালেন)

সিরাজ : কে আছে এখানে?

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

সিরাজ : সেনাপতি মোহনলালকে খবর পাঠাও।কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের হেফাজতে মিরমর্দানের লাশ যেন এক্ষুণি মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়। উপযুক্ত মর্যাদায় মিরমর্দানের লাশ দাফন করতে হবে।
(বেরিয়ে গেলেন।প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন প্রহরী নবাব শিবিরের জিনিসপত্র গোছাতে লাগল।রাইসুল জুহালার প্রবেশ)

জাঁহাপনা তাহলে চলে গেছেন? রক্ষা।

রাইস : আমরা সবাই চলে যাচ্ছি।

প্রহরী :

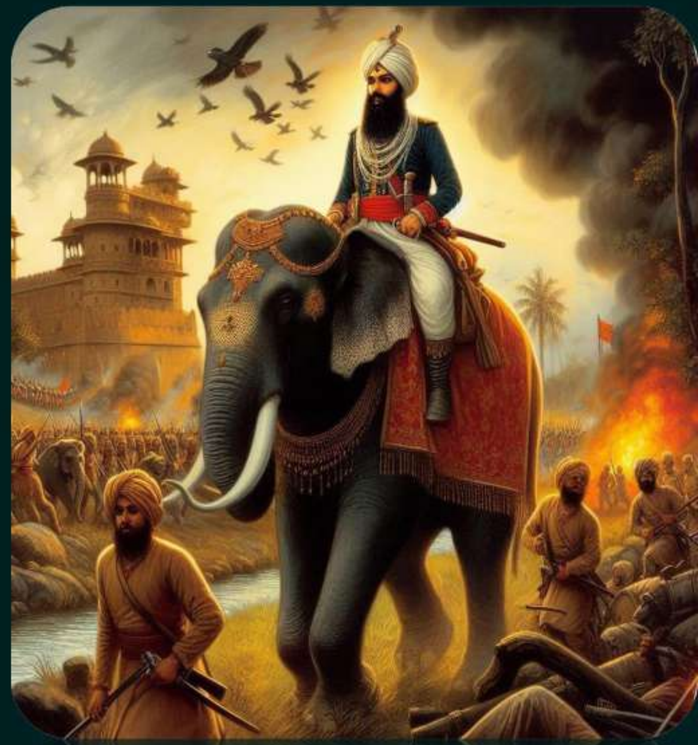

রাইস : তার বোধহয় সময় হবে না।মিরজাফর-ক্লাইভের দলবল এসে পড়ল বলে।

(বাইরে তুমুল কোলাহল)

প্রহরী : তা হলে আর দেরি নয়, চল সরে পড়া যাক।

(বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই সশস্ত্র সৈন্যদের হাতে তারা বন্দি হলো সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে এল ক্লাইভ, মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ।)

ক্লাইভ : He has fled away, আগেই পালিয়েছে।(বন্দিদের কাছে এসে) কোথায় গেছে নবাব?

(বন্দিরা নিরুত্তর)

(রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারল) কোথায় গেছে নবাব? Say quickly if you want to live. বাঁচতে হলে জলদি করে বল।

রাইস : (হেসে উঠে মিরজাফরকে দেখিয়ে) ইনি বুঝি বাংলার সিপাহসালার? যুদ্ধে বাংলাদেশের জয় হয়েছে তো হুজুর?

রাজবল্লভ : যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে?

ক্লাইভ : No time for fun, come on, say, where is Siraj?

(আবার লাথি মারল)

রাইস : নবাব সিরাজউদ্দৌলা এখনো জীবিত।এর বেশি আর কিছু জানিনে।

রাজবল্লভ : চিনেছি, এ তো সেই রাইসুল জুহালা।

(টান মেরে পরচুলা খুলে ফেলল)

ক্লাইভ : He must be a spy.

মিরজাফর : নারান সিং।সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর। বাইসুল দুহালা → নারাং সিং

ক্লাইভ : গুলি কর ওকে- here and now.

(দুজন গোরা সৈন্য নবাবের পরিত্যক্ত আসনের সঙ্গে পিঠমোড়া করে নারান সিংকে বাঁধতে লাগল।)

(মিরজাফরকে) এখনই মুর্শিদাবাদের দিকে মার্চ করুন।বিশ্রাম করা চলবে না। সিরাজউদ্দৌলা যেন শক্তি সঞ্চয়ের সময় না পায়।

(ক্লাইভ কথা বলছে, পিছনে গোরা সৈন্য দুজন নারান সিংকে গুলি করল। মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, নিদারুণ শঙ্কিত।ক্লাইভ অবিচল।গুলিবিদ্ধ নারান সিংয়ের দিকে তাকিয়ে সহজ কণ্ঠে বললো)

ক্লাইভ : গুপ্তচরকে এইভাবেই সাজা দিতে হয়।

নারান : (মৃত্যুস্তিমিত কণ্ঠে) এ দেশে থেকে এ দেশকে ভালোবেসেছি।গুপ্তচরের কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে।সে কি বেইমানির চেয়ে খারাপ? মোনাফেকির চেয়ে খারাপ? (ঝিমিয়ে যেতে লাগল।হঠাৎ একটু সতেজ হয়ে) তবু ভয় নেই; সিরাজউদ্দৌলা বেঁচে আছে।

ক্লাইভ : (গোরা সৈন্য দুটিকে) How do you kill? Idiots. যখন মারবে Shoot straight into heart, এমন করে মারবে যেন সঙ্গে সঙ্গে মরে।

(পিস্তল বার করল)

নারান : ভগবান সিরাজউদ্দৌলাকে রক্ষা-

(ক্লাইভ নিজে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে নারান সিংয়ের মৃত্যু হলো।)

[দৃশ্যান্তর]

১৭৫৭ সালের কোন তারিখে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
[য. বো. ১৭]

ক) ১৫ এপ্রিল
খ) ২১ জুলাই
গ) ০২ জুলাই
ঘ) ২৩ জুন

১৭৫৭ সালের কোন তারিখে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
[য. বো. ১৭]

ক) ১৫ এপ্রিল
খ) ২১ জুলাই
গ) ০২ জুলাই
ঘ) ২৩ জুন

রাইসুল জুহালা কে?
[চি. বো. ১৬]

ক) উমিচাঁদ
খ) নারান সিং
গ) মোহন লাল
ঘ) মিরমর্দান

রাইসুল জুহালা কে?
[চি. বো. ১৬]

ক) উমিচাঁদ
খ) নারান সিং
গ) মোহন লাল
ঘ) মিরমর্দান

উৎকর্ষ

সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর কে?
[ম. বো. ২২]

ক) মিরমর্দান
খ) নারান সিং
গ) মোহনলাল
ঘ) মিরন

উৎকর্ষ

সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর কে?
[ম. বো. ২২]

ক) মিরমর্দান
খ) নারান সিং
গ) মোহনলাল
ঘ) মিরন

চতুর্থ দৃশ্য

সময়: ১৭৫৭ সাল, ২৫ শে জুন।
স্থান: মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার।

[চরিত্রবৃন্দ: মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- সিরাজ, জনৈক ব্যক্তি, সৈনিক, অপর সৈনিক, বার্তাবাহক, দ্বিতীয় বার্তা বাহক, জনতা ও লুৎফা।]

(দরবারে গণ্যমান্য লোকের সংখ্যা কম।বিভিন্ন শ্রেণির সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি।স্তিমিত আলোয় সিরাজ বক্তৃতা করছেন।ধীরে ধীরে আলো উজ্জ্বল হবে।)

সিরাজ : পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে, সে-কথা গোপন করে এখন আর কোনো লাভ নেই।কিন্তু-

ব্যক্তি : প্রাণের ভয়ে কে না পালায় হুজুর?

সিরাজ : আপনাদের কি তাই বিশ্বাস যে প্রাণের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি?

(জনতা নীরব)

না, প্রাণের ভয়ে আমি পালাইনি।সেনাপতিদের পরামর্শে যুদ্ধের বিধি অনুসারেই আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বিজয়ী শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করিনি।ফিরে এসেছি রাজধানীতে স্বাধীনতা বজায় রাখবার শেষ চেষ্টা করব বলে।

ব্যক্তি : কিন্তু রাজধানী খালি করে তো সবাই পালাচ্ছে জাঁহাপনা।

সিরাজ : আমি অনুরোধ করছি, কেউ যেন তা না করেন।এখনো আশা আছে। এখনো আমরা একত্রে রুখে দাঁড়াতে পারলে শত্রুমুর্শিদাবাদে ঢুকতে পারবে না।

ব্যক্তি : তা কী করে হবে হুজুর? অত বড় সেনাবাহিনী যখন ছারখার হয়ে গেল।

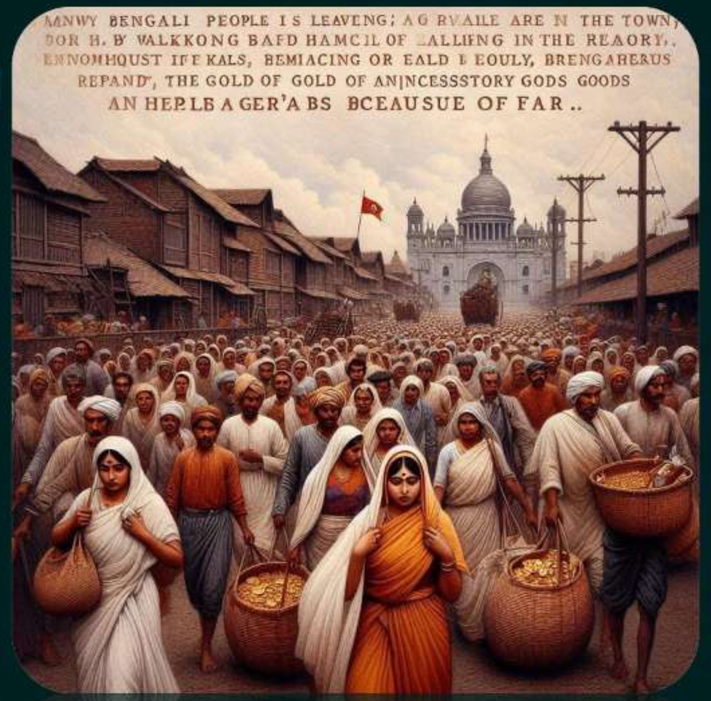

সিরাজ : তারা যুদ্ধ করেনি।তারা দেশবাসীর সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে প্রতারণা করেছে।কিন্তু যারা নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় করে দেখতে শিখেছিল, মুষ্টিমেয় সেই কজনই শুধু যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে গেছে।এই প্রাণদান আমরা ব্যর্থ হতে দেব না।

ব্যক্তি : পরাজয়ের খবর বাতাসের বেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, জাঁহাপনা।ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে।বিজয়ী সৈন্যের অত্যাচার এবং লুটতরাজের ভয়ে নগরের অধিকাংশ লোকজন তাদের দামি জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে যে কোনো দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

সিরাজ : আপনারা ওদের বাধা দিন।ওদের অভয় দিন।শত্রুসৈন্যদের হাতে পড়বার আগেই সাধারণ চোর-ডাকাত ওদের সর্বস্ব কেড়ে নেবে।

ব্যক্তি : কেউ শোনে না, হুজুর।সবাই প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে।

সিরাজ : কোথায় পালাবে? পেছন থেকে আক্রমণ করবার সুযোগ দিলে মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যায় না।আপনারা কেউ অধৈর্য হবেন না।সবাইকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলুন।এই আমাদের শেষ সুযোগ, এ কথা বারবার করে বলছি।ক্লাইভের হাতে রাজধানীর পতন হলে এ দেশের স্বাধীনতা চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে।

ব্যক্তি : জাঁহাপনা, কোথায় বা পাওয়া যাবে তত বেশি সৈন্য আর কোথায় বা তার ব্যয়-ব্যবস্থা।

উৎকর্ষ

সিরাজ : দু-এক দিনের ভেতরেই বিভিন্ন জমিদারের কাছ থেকে যথেষ্ট সৈন্য সাহায্য আসবে। অর্থের অভাব নেই।সেনাবাহিনীর খরচের জন্যে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।আপনারা বলুন কার কী প্রয়োজন।

সৈনিক : ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্যদলে রোজ বেতনে আমি জমাদারের কাজ করি জাঁহাপনা। আমার অধীনে ২০০ সিপাই।আমরা হুজুরের জন্যে প্রাণপণে লড়তে প্রস্তুত।

সিরাজ : বেশ, খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা নিয়ে যান।আপনার সিপাইদের তৈরি হতে আদেশ দিন।মুর্শিদাবাদে এই মুহূর্তে অন্তত দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ হবে। জমিদারের কাছ থেকে সাহায্য আসবার আগে এই বাহিনী নিয়েই আমরা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারব।

অপর সৈনিক : আমি রাজা রাজবল্লভের অশ্বারোহী বাহিনীতে ঠিকা হারে কাজ করি।আমার মতো এমন আরও শতাধিক লোক রাজবল্লভের বাহিনীতে কাজ করে।জাঁহাপনার হুকুম হলে আমরা একটা ফৌজ অল্প সময়ের ভেতরেই খাড়া করতে পারি।

সিরাজ : এখুনি চলে যান।খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিন যত দরকার।

(বার্তাবাহকের প্রবেশ)

বার্তাবাহক : শহরে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, জাঁহাপনা।মুহম্মদ ইরিচ খাঁ সাহেব এই মাত্র সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

সিরাজ : (বিস্ময়ের বিমূঢ়) ইরিচ খাঁ পালিয়ে গেলেন।সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুর ইরিচ খাঁ?

বার্তাবাহক : জাঁহাপনা!

সিরাজ : আশ্চর্য! এই কিছুক্ষণ আগে তিনি আমার কাছ থেকে অজস্র টাকা নিয়ে গেলেন সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্যে।

বার্তাবাহক : তাহলে আর আশা কোথায়?

সিরাজ : তাহলেও আশা আছে।

(দ্বিতীয় বার্তাবাহকের প্রবেশ)

দ্বিতীয় বার্তা : জাঁহাপনার কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্যে যারা টাকা নিয়েছে তাদের অনেকেই নিজেদের লোকজন নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

সিরাজ : তাহলেও আশা।ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়।কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় না।এমনি করে পালাতে পারতেন মিরমর্দান, মোহনলাল, বদ্রিআলি, নৌবে সিং।তার বদলে তাঁরা পেতেন শত্রুর অনুগ্রহ, প্রভূত সম্পদ এবং সম্মান।কিন্তু তা তাঁরা করেননি।দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশবাসীর মর্যাদার জন্যে, তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন।স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি।এই আদর্শ যেন লাঞ্ছিত না হয়।দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে।

(জনতা নীরব।সিরাজের অস্থির পদচারণা)

সিরাজ : সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আপনারা ভেবে দেখুন, কে বেশি শক্তিমান? একদিকে দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহী।তাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর আছে ছলনা এবং শাঠ্য।অস্ত্র আমাদেরও আছে, কিন্তু তার চেয়ে যা বড়, সবচেয়ে যা বড় আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প। এই অস্ত্র নিয়ে আমরা কাপুরুষ দেশদ্রোহীদের অবশ্যই দমন করতে পারব।

ব্যক্তি : সাধারণ মানুষ তো যুদ্ধ কৌশল জানে না, হুজুর।

সিরাজ : তবু তাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে।হাজার হাজার মানুষ একযোগে রুখে দাঁড়াতে পারলে কৌশলের প্রয়োজন হবে না।বিক্রম দিয়েই আমরা শত্রুকে হতবল করতে পারব।তা না হলে, ভবিষ্যতে বছরের পর বছর, দেশের সাধারণ মানুষ দেশদ্রোহী এবং বিদেশি দস্যুর হাতে যে ভাবে উৎপীড়িত হবে তা অনুমান করাও কষ্টকর। আপনারা ভেবে দেখুন, কেন এই যুদ্ধ? মুসলমান মিরজাফর, ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ, কায়স্থ রায়দুর্লভ, জৈন মহাতাব চাঁদ শেঠ, শিখ উমিচাঁদ, ফিরিঙ্গি খ্রিষ্টান ওয়াটস ক্লাইভ আজ একজোট হয়েছে কিসের জন্যে?

সিরাজ : সিরাজউদ্দৌলাকে ধ্বংস করবার প্রয়োজন তাদের কেন এত বেশি? তারা চায় মসনদের অধিকার।কারণ, তা না হলে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা হয় না।দেশের উপরে অবাধ লুঠতরাজের একচেটিয়া অধিকার তারা পেতে পারে না সিরাজউদ্দৌলা বর্তমান থাকতে।একবার সে সুযোগ পেলে তাদের আসল চেহারা আপনারা দেখতে পাবেন।বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকারের বন্যা বইয়ে দেবে মিরজাফর-ক্লাইভের লুণ্ঠন অত্যাচার।কিন্তু তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই সময় থাকতে একযোগে মাথা তুলে দাঁড়ান।আপনারা অবশ্যই জয়লাভ করবেন।

ব্যক্তি : কিন্তু জাঁহাপনা, সৈন্য পরিচালনার যোগ্য সেনাপতিও তো আমাদের নেই।

সিরাজ : আছে।সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হননি।তিনি অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।তাছাড়া আমি আছি।মরহুম আলিবর্দির আমল থেকে এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে আমি শরিক হইনি? পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশিতে।কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়।আবার যুদ্ধ হবে, আর সৈন্য পরিচালনা করব আমি নিজে।আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসি বীর মসিয়ে ল।

(বার্তবাহকের প্রবেশ)

বার্তা : সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হয়েছেন, জাঁহাপনা।

সিরাজ : (কিছুটা হতাশ) মোহনলাল বন্দি হয়েছে?

জনতা : তাহলে আর কোনো আশা নেই।কোনো আশা নেই।

(জনতা দরবার কক্ষ ত্যাগ করতে লাগল)

সিরাজ : মোহনলাল বন্দি? (কতকটা যেন আত্ম-সংবরণ করে) তাহলেও কোনো ভয় নেই।আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন না।(সিরাজ হাত তুলে পলায়নপর জনতাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।জনতা তাতে কান না দিয়ে পালাতেই লাগল।)

আমার পাশে এসে দাঁড়ান।আমরা শত্রুকে অবশ্যই রুখব।

(সবাই বেরিয়ে গেল।অবসন্ন সিরাজ আসনে বসে পড়লেন দুইহাতে মুখ ঢাকলেন।ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল লুৎফার প্রবেশ।মাথায় হাত রেখে ডাকলেন)

লুৎফা : নবাব।

সিরাজ : (চমকে উঠে) লুৎফা।তুমি এই প্রকাশ্য দরবারে কেন, লুৎফা?

লুৎফা : অন্ধকারের ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।

সিরাজ : (রুদ্ধ কণ্ঠে)।কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না, লুৎফা।দরবার ফাঁকা হয়ে গেল।

লুৎফা : (কাঁধে হাত রেখে) তবু ভেঙে পড়া চলবে না, জাঁহাপনা।এখান থেকে যখন হলো না তখন যেখানে আপনার বন্ধুরা আছেন, সেখান থেকেই বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার আয়োজন করতে হবে।

সিরাজ : যেখানে আমার বন্ধুরা আছেন? হ্যাঁ আপাতত পাটনায় যেতে পারলে একটা কিছু করা যাবে।

লুৎফা : তাহলে আর বিলম্ব নয়, জাঁহাপনা।এখুনি প্রাসাদ ত্যাগ করা দরকার।

সিরাজ : হ্যাঁ, তাই যাই।

লুৎফা : আমি তার আয়োজন করে ফেলেছি।

সিরাজ : কী আর আয়োজন লুৎফা।দু তিন জন বিশ্বাসী খাদেম সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট। তোমরা প্রাসাদেই থাক।আবার যদি ফিরি, দেখা হবে।

লুৎফা : না, আমি যাব আপনার সঙ্গে।

সিরাজ : মানুষের দৃষ্টি থেকে চোরের মতো পালিয়ে পালিয়ে আমাকে পথ চলতে হবে।সে-কষ্ট তুমি সইতে পারবে না লুৎফা।

লুৎফা : পারব।আমাকে পারতেই হবে।বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহংকার? মৃত্যু যখন আমার স্বামীকে কুকুরের মতো তাড়া করে ফিরছে তখন আমার কিসের কষ্ট? আমি যাব আমি সঙ্গে যাব।

(কান্নায় ভেঙে পড়লেন।সিরাজ তাঁকে দুহাতে গ্রহণ করলেন।)

[দৃশ্যান্তর]

নবাব সিরাজ রাজধানীতে ফিরে আসতে চেয়েছেন কেন?
[সি. বো. ১৬]

ক) নিজ প্রাণ বাঁচাতে
খ) যুদ্ধ জয় নিশ্চিত ভেবে
গ) পুনরায় সংগঠিত হতে
ঘ) পরাজয় অপরিহার্য বলে

উৎকর্ষ

নবাব সিরাজ রাজধানীতে ফিরে আসতে চেয়েছেন কেন?
[সি. বো. ১৬]

ক) নিজ প্রাণ বাঁচাতে
খ) যুদ্ধ জয় নিশ্চিত ভেবে
গ) পুনরায় সংগঠিত হতে
ঘ) পরাজয় অপরিহার্য বলে

প্রথম দৃশ্য

সময়: ১৭৫৭ সাল, ২৯ শে জুন। স্থান: মিরজাফরের দরবার।

[চরিত্রবৃন্দ: মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, নকিব, মিরজাফর, ক্লাইভ, ওয়াটস, কিলপ্যাট্রিক, উমিচাঁদ, প্রহরী, মিরন, মোহাম্মদি বেগ।]

(রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভসহ অন্যান্য আমির ওমরাহরা দরবারে আসীন। দরবার কক্ষ এমন আনন্দ-কোলাহলে মুখর যে সেটাকে রাজদরবারের পরিবর্তে নাচ-গানের মজলিস বলেও ভেবে নেওয়া যেতে পারে।)

রাজবল্লভ : কই আসর জুড়িয়ে গেল যে।নতুন নবাব সাহেবের দরবারে আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

জগৎশেঠ : ঢাল-তলোয়ার ছেড়ে নবাবি লেবাস নিচ্ছেন খাঁ সাহেব, একটু দেরি তো হবেই। তাছাড়া চুলের নতুন খেজাব, চোখে সুর্মা, দাড়িতে আতর এ সব তাড়াহুড়ার কাজ নয়।

রাজবল্লভ : দর্জি নতুন পোশাকটা নিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছেছে কি না কে জানে।

জগৎশেঠ : না না, সে ভাবনা নেই।নবাব আলিবর্দী ইন্তেকাল করার আগের দিন থেকেই পোশাকটি তৈরি।আমি ভাবছি সিংহাসনে বসবার আগেই খাঁ সাহেব সিরাজউদ্দৌলার হারেমে ঢুকে পড়লেন কি না।

রাজবল্লভ : তবেই হয়েছে।বে-শুমার হুর-গেলমানদের বিচিত্র ওড়নার গোলকধাঁধা এড়িয়ে বার হয়ে আসতে খাঁ সাহেবের বাকি জীবনটাই না খতম হয়ে যায়।

(নকিবের ঘোষণা)

নকিব : সুবে বাংলার নবাব, দেশবাসীর ধন-দৌলত, জান-সালামতের জিম্মাদার মির মুহম্মদ জাফর আলি খান দরবারে তশরিফ আনছেন।হুঁশিয়ার...
(মিরজাফরের প্রবেশ, সঙ্গে মিরন।সবাই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। মিরজাফর ধীরে ধীরে সিংহাসনের কাছে গেলেন।একবার আড়াআড়িভাবে সিংহাসনটা প্রদক্ষিণ করলেন।তারপর একপাশে গিয়ে একটা হাতল ধরে দাঁড়ালেন।দরবারের সবাই কিছুটা বিস্মিত।)
(সিংহাসনের দিকে ইঙ্গিত করে) আসন গ্রহণ করুন সুবে বাংলার নবাব।

রাজবল্লভ : দরবার আপনাকে কুর্নিশ করবার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে।

মিরজাফার : (চারিদিক তাকিয়ে) কর্নেল সাহেব এসে পড়লেন বলে।

জগৎশেঠ : কর্নেল সাহেব এসে কোম্পানির পক্ষ থেকে নজরানা দেবেন সে তো দরবারের নিয়ম।

মিরজাফার : হ্যাঁ, উনি এখুনি আসবেন।

উৎকর্ষ

রাজবল্লভ : (ঈষৎ অসহিষ্ণু) কর্নেল ক্লাইভ আসা অবধি দেশের নবাব সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?

(নকিবের ঘোষণা)

নকিব : মহামান্য কোম্পানির প্রতিনিধি কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ বাহাদুর, দরবার হুশিয়ার ...
(ক্লাইভের প্রবেশ।সঙ্গে ওয়াটস কিলপ্যাট্রিক।গোটা দরবার সন্ত্রস্ত। মিরজাফরের মুখ আনন্দে ভরে উঠল)

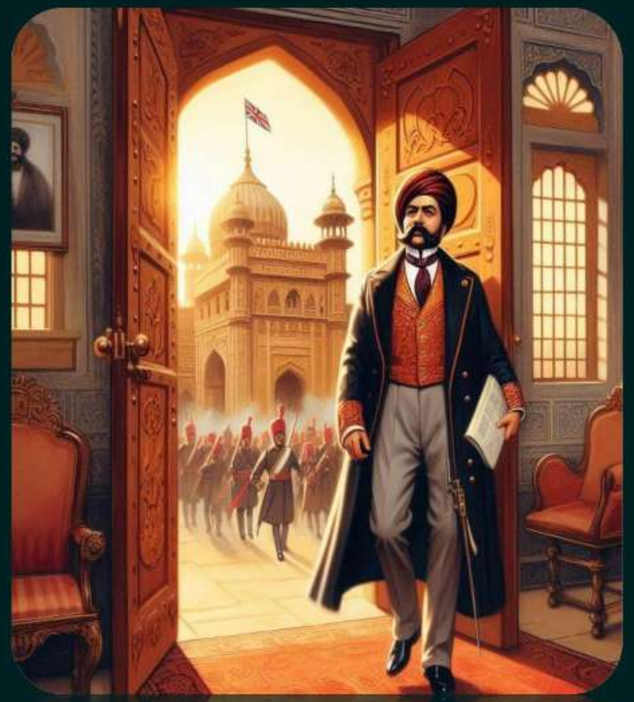

ক্লাইভ : Long live Nabab Jafar Ali Khan, But what is this? নবাব মসনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।ইনি কি নবাব না ফকির?

মিরজাফার : (বিনয়ের সঙ্গে) কর্নেল সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে আমি মসনদে বসবো না।

ক্লাইভ : (প্রচণ্ড বিস্ময়ে) What? This is fantastic I must say আপনি নবাব, এ মসনদ আপনার।আমি তো আপনার রাইয়াৎ-আপনাকে নজরানা দেব।

মিরজাফার : মিরজাফর বেইমান নয়, কর্নেল ক্লাইভ।বাংলার মসনদের জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী।সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই বসব, তা না হলে নয়।

ক্লাইভ : (ওয়াটসকে নিচু স্বরে) No clown will ever beat him (দরবারের উদ্দেশে) আমাকে লজ্জায় ফেলেছেন নবাব জাফর আলি খান।I am completely overwhelmed বুঝতে পারছিনে কী করা দরকার। (এগিয়ে গিয়ে মিরজাফরের হাত ধরল।তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে দিতে) Gentlemen, I present you the new Nabab, His Excellency Jafar Ali Khan আপনাদের নতুন নবাব জাফর আলি খানকে আমি মসনদে বসিয়ে দিলাম।May God help him and help you as well.

ওয়াটস ও কিলপ্যাট্রিক : Hip hip hurray!

(মিরজাফর মসনদে বসলেন।দরবারের সবাই কুর্নিশ করল)

ক্লাইভ : আপনাদের দেশে আবার শান্তি আসল।

(কিলপ্যাট্রিকের কাছ থেকে একটি সুদৃশ্য তোড়া নিয়ে নবাবের পায়ের কাছে রাখল)

ক্লাইভ : কোম্পানির তরফ থেকে আমি নবাবের নজরানা দিলাম।

ওয়াটস ও কিলপ্যাট্রিক : Long live Nabab Jafar Ali Khan.
(একে একে অন্যেরা নজরানা দিয়ে কুর্নিশ করতে লাগল।হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে উমিচাঁদের প্রবেশ।দৌড়ে ক্লাইভের কাছে গিয়ে)

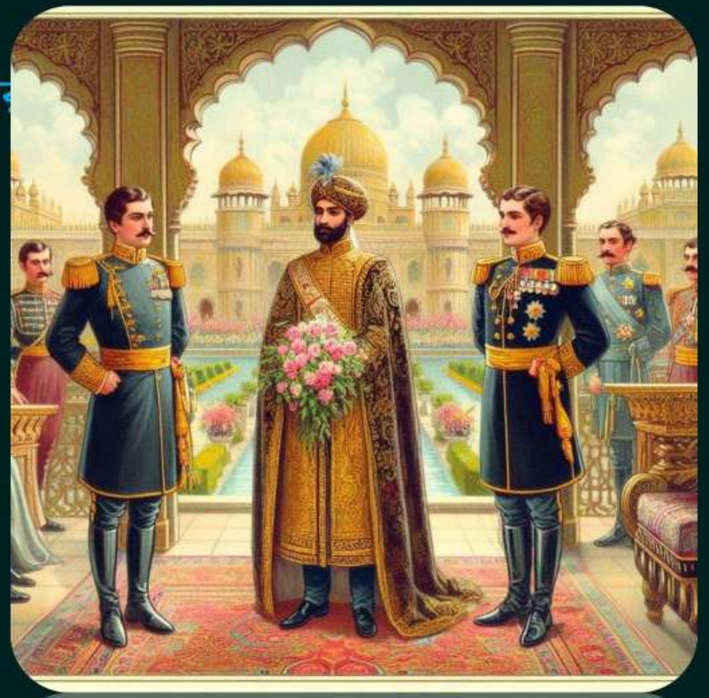

উমিচাঁদ : আমাকে খুন করে ফেলো- আমাকে খুন করে ফেলো।(ক্লাইভের তলোয়ারের খাপ টেনে নিয়ে নিজের বুকে ঠুকতে ঠুকতে) খুন কর, আমাকে খুন কর।

মিরজাফর : কী হয়েছে? ব্যাপার কী?

উমিচাঁদ : ওহ সব বেইমান-বেইমান! না, আমি আত্মহত্যা করব।(নিজের গলা সবলে চেপে ধরল।গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুতে লাগল।ক্লাইভ সবলে তার হাত ছাড়িয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে)

উৎকর্ষ

ক্লাইভ : Have you gone mad?

উমিচাঁদ : ম্যাড বানিয়েছ।এখন খুন করে ফেলো।দয়া করে খুন করো কর্নেল সাহেব।

ক্লাইভ : Don't be silly কী হয়েছে তা তো বলবে?

উমিচাঁদ : আমার টাকা কোথায়?

ক্লাইভ : কিসের টাকা?

২০লক্ষ

উমিচাঁদ : দলিলে সই করে দিয়েছিলে, সিরাজউদ্দৌলা হেরে গেলে আমাকে বিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।

ক্লাইভ : কোথায় সে দলিল?

উমিচাঁদ : তোমরা জাল করেছ।(দৌড়ে সিংহাসনের কাছে গিয়ে) আপনি বিচার করুন। আপনি নবাব, সুবিচার করুন।

ক্লাইভ : আমি এর কিছুই জানিনে।

উমিচাঁদ : তা জানবে কেন সাহেব।নবাবের রাজকোষ বাঁটোয়ারা করে তোমার ভাগে পড়েছে একুশ লাখ টাকা।সকলের ভাগেই অংশ মতো কিছু না কিছু পড়েছে। শুধু আমার বেলাতে...

(ক্রন্দন)

ক্লাইভ : (সবলে উমিচাঁদের বাহু আকর্ষণ করে) You are dreaming Omichad, তুমি খোয়াব দেখছ।

উমিচাঁদ : খোয়াব দেখছি? দলিলে পরিষ্কার লেখা বিশ লক্ষা টাকা পাব।তুমি নিজে সই করেছ।

ক্লাইভ : আমি সই করলে আমার মনে থাকত।তোমার বয়স হয়েছে- মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে।এখন তুমি কিছুদিন তীর্থ কর ঈশ্বরকে ডাক।মন ভালো হবে। (উমিচাঁদকে কিলপ্যাট্রিকের হাতে দিয়ে দিল।সে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেল।উমিচাঁদ চিৎকার করতে লাগল: আমার টাকা, আমার টাকা।)

ক্লাইভ : উমিচাঁদের মাথা খারাপ হয়েছে।Your Excellency, may forgive us.

এমন শুভ দিনটা থমথমে করে দিয়ে গেল।

জগৎশেঠ :

ভুলে যান।ও কিছু নয়।(নবাবের দিকে ফিরে) আমার মনে হয় আজ প্রথম

ক্লাইভ : দরবারে নবাবের কিছু বলা উচিত।

নিশ্চয়ই।প্রজাসাধারণ আশ্বাসে আবার নতুন করে বুক বাঁধবে।রাজকার্য

রাজবল্লভ : পরিচালনায় কাকে কি দায়িত্ব দেওয়া হবে তা-ও মোটামুটি তাদেরকে জানানো দরকার।

মিরজাফর : (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে-পাগড়ি ঠিক করে) আজকের এই দরবারে আমরা সরকারি কাজ আরম্ভ করার আগে কর্নেল ক্লাইভকে শুকরিয়া জানাচ্ছি তাঁর আন্তরিক সহায়তার জন্যে।বিনিময়ে আমি তাকে ইনাম দিচ্ছি বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি চব্বিশ পরগণার স্থায়ী মালিকানা।

(ওয়াটস ও কিলপ্যাট্রিক এক সঙ্গে: Hurray! ক্লাইভ হাসিমুখে মাথা নোয়ালো)

দেশবাসীকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাঁদের দুর্ভোগের অবসান হয়েছে। সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারের হাত থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছেন।এখন থেকে কারও শান্তিতে আর কোনো রকম বিঘ্ন ঘটবে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

সেনাপতি মিরকাশেমের দূত।

প্রহরী : হাজির কর।

(বসলেন।দূতের প্রবেশ।মিরন দ্রুত তার কাছে এগিয়ে এল।মিরনের হাতে পত্র প্রদান।মিরন পত্র খুলেই উল্লসিত হয়ে উঠল)

মিরজাফর :

উৎকর্ষ

মিরন : পলাতক সিরাজউদ্দৌলা মিরকাশেমের সৈন্যদের হাতে ভগবানগোলায় বন্দি হয়েছে। তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হচ্ছে।

(মিরজাফরের হাতে পত্র প্রদান)

ক্লাইভ : ভালো খবর। You can feel really safe now.

মিরজাফর : কিন্তু তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবার কী দরকার? বাইরে যে কোনো জায়গায় আটকে রাখলেই তো চলত।

ভগবানগোলা

জাফরগঞ্জ বন্দি

ক্লাইভ : (রুখে উঠল) No, Your honour. এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে।শাসন চালাতে হলে মনে দুর্বলতা রাখলে চলবে না।আপনি যে শাসন করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, দেশের লোকের মনে সে কথা জাগিয়ে রাখতে হবে every moment. কাজেই সিরাজউদ্দৌলান শিকল-বাঁধা অবস্থায় পায়ে হেঁটে সবার চোখের সামনে দিয়ে আসবে জাফরগঞ্জের কয়েদখানায়।কোনো লোক তার জন্যে এতটুকু দয়া দেখালে তার গর্দান যাবে।এখন মসনদের মালিক নবাব জাফর আলি খান।সিরাজউদ্দৌলা এখন কয়েদি, War Criminal. তার জন্যে যে sympathy দেখাবে সে traitor. আর আইনে traitor-এর শাস্তি মৃত্যু।And that is how you must rule.

মিরজাফর : আপনারা সবাই শুনেছেন আশা করি।সিরাজকে বন্দি করা হয়েছে।যথাসময়ে তার বিচার হবে।আমি আশা করি কেউ তার জন্যে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের বিপদ টেনে আনবেন না।

ক্লাইভ : Yes. তাছাড়া মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়ে যখন তাকে Solder-রা টানতে টানতে নিয়ে যাবে তখন রাস্তার দুধার থেকে ordinary public তার মুখে থুথু দেবে They must spit on his face.

মিরজাফর : অতটা কেন?

ক্লাইভ : আমি জানি He is a dead horse. কিন্তু এটা না করলে লোকে আপনার ক্ষমতা দেখে ভয় পাবে কেন? Public-এর মনে টেরর জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার granite foundation.

মিরজাফর : (মিরজাফর মসনদ থেকে নেমে দাঁড়াতেই দরবারে কাজ শেষ হলো।নবাব দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অমাত্যরা এবং তার পেছনে অন্য সকলে। মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে গেল; কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার।ধীরে ধীরে মঞ্চে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল।
কথা বলতে বলতে ক্লাইভ এবং মিরনের প্রবেশ)

ক্লাইভ : আজ রাত্রেই কাজ সারতে হবে।এসব ব্যাপারে chance নেওয়া চলে না।

মিরন : কিন্তু হুকুম দেবে কে? আব্বা রাজি হলেন না।

ক্লাইভ : রাজবল্লভকে বল।

মিরন : তিনি নাকি অসুস্থ।তাঁর সঙ্গে দেখাই করা গেল না।

ক্লাইভ : Then?

মিরন : রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ- ওরাও রাজি হলেন না।

ক্লাইভ : তাহলে তোমাকে সেটা করতে হবে।

মিরন : প্রহরীরা আমার হুকুম শুনবে কেন?

ক্লাইভ : তোমার নিজের হাতেই সিরাজউদ্দৌলাকে মারতে হবে in your own interest. সে বেঁচে থাকতে তোমার কোনো আশা নেই।নবাবি মসনদ তো পরের কথা, আপাতত What about the lovely princes? লুৎফুন্নিসা তোমার কাছে ধরা দেবে কেন সিরাজউদ্দৌলা জীবিত থাকতে?

মিরন : আমি একজন লোকের ব্যবস্থা করেছি।সে কাজ করবে, কিন্তু তোমার হুকুম চাই।

ক্লাইভ : What a pity, Hired killer-রা পর্যন্ত তোমার কথায় বিশ্বাস করে না।Any way ডাকো তাকে।

(মিরন বেরিয়ে গেল এবং মোহাম্মদি বেগকে নিয়ে ফিরে এল)

ক্লাইভ : এ কে?

মিরন : মোহাম্মদি বেগ।

ক্লাইভ : তুমি রাজি আছ?

মোহাম্মদি বেগ : বেগ দশ হাজার টাকা দিতে হবে।পাঁচ হাজার অগ্রিম।

ক্লাইভ : Agreed (মিরনকে)।ওকে টাকাটা এখুনি দিয়ে দাও।

(মিরন এবং মোহাম্মদি বেগ বেরুবার উপক্রম করল)

There may be trouble, অবস্থা বুঝে কাজ কর, Be careful. কাজ ফতে হলেই আমাকে খবর দেবে, যাও।

(ওরা বেরিয়ে গেল।ক্লাইভের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল।বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত করে বললো)

It is a must.

[দৃশ্যান্তর]

উৎকর্ষ

মিরজাফর ১৭৫৭ সালের কত তারিখে বাংলার মসনদে বসেন?
[চ. বো. ১৯]

ক) ২২ জুন
খ) ২৩ জুন
গ) ২৫ জুন
ঘ) ২৯ জুন

মিরজাফর ১৭৫৭ সালের কত তারিখে বাংলার মসনদে বসেন?
[চ. বো. ১৯]

ক) ২২ জুন
খ) ২৩ জুন
গ) ২৫ জুন
ঘ) ২৯ জুন

‘নবাব মসনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।ইনি কি নবাব না ফকির।’- এ কথার মধ্য দিয়ে মিরজাফর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে?
[রা. বো. ১৬]

ক) সাদা-সিধে
খ) দৃঢ়চিত্ত
গ) কূটকৌশলী
ঘ) পরনির্ভরশীল

উৎকর্ষ

'নবাব মসনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।ইনি কি নবাব না ফকির।'- এ কথার মধ্য দিয়ে মিরজাফর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে?
[রা. বো. ১৬]

ক) সাদা-সিধে
খ) দৃঢ়চিত্ত
গ) কূটকৌশলী
ঘ) পরনির্ভরশীল

মিরজাফর নবাব হওয়ার পর ক্লাইভ কোন এলাকার স্থায়ী মালিকানা পায়?
[ব. বো. ২২]

ক) পলাশির
খ) কলকাতার
গ) আলিনগরের
ঘ) চব্বিশপরগণার

মিরজাফর নবাব হওয়ার পর ক্লাইভ কোন এলাকার স্থায়ী মালিকানা পায়?
[ব. বো. ২২]

ক) পলাশির
খ) কলকাতার
গ) আলিনগরের
ঘ) চব্বিশপরগণার

উৎকর্ষ

সিরাজকে হত্যা করতে মোহাম্মদি বেগ অগ্রিম বাবদ কত টাকা দাবি করে? [রা. বো. ২২]

ক) পাঁচ হাজার
খ) দশ হাজার
গ) পনেরো হাজার
ঘ) বিশ হাজার

সিরাজকে হত্যা করতে মোহাম্মদি বেগ অগ্রিম বাবদ কত টাকা দাবি করে?
[রা. বো. ২২]

ক) পাঁচ হাজার
খ) দশ হাজার
গ) পনেরো হাজার
ঘ) বিশ হাজার

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : দোসরা জুলাই।স্থান: জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা।

[চরিত্রবৃন্দ: মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-কারা-প্রহরী, সিরাজ, মিরন, মোহাম্মদি বেগ।

(প্রায়-অন্ধকার কারাকক্ষে সিরাজউদ্দৌলা।এক কোণে একটি নিরাবরণ দড়ির খাটিয়া, অন্য প্রান্তে একটি সোরাহি এবং পাত্র।সিরাজ অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন আর বসছেন।কারাকক্ষের বাইরে প্রহরারত শাস্ত্রী।মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগের প্রবেশ।তার দুহাত বুকে বাঁধা।ডান হাতে নাতিদীর্ঘ মোটা লাঠি।প্রহরী দরজা খুলতেই কামরায় একটুখানি আলো প্রতিফলিত হলো।)

সিরাজ : (খাটিয়ায় উপবিষ্ট-আলো দেখে চমকে উঠে) কোথা থেকে আলো আসছে।বুঝি প্রভাত হয়ে এল।)

(খাটিয়া থেকে উঠে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এল।মঞ্চের মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগ।)

(মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত তুলে) এ প্রভাত শুভ হোক তোমার জন্যে, লুৎফা।শুভ হোক আমার বাংলার জন্যে।নিশ্চিত হোক বাংলার প্রত্যেক নরনারী।আলহামদুলিল্লাহ।

মিরন : আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান।

সিরাজ : (চমকে উঠে) মিরন! তুমি এ সময়ে এখানে? আমাকে অনুগ্রহ দেখাতে এসেছ, না পীড়ন করতে?

মিরন : তোমার অপরাধের জন্য নবাবের দণ্ডাজ্ঞা শোনাতে এসেছি।

সিরাজ : নবাবের দণ্ডাজ্ঞা?

মিরন : বাংলার প্রজাসাধারণকে পীড়নের জন্যে, দরবারের পদস্থ আমির ওমরাহদের মর্যাদাহানির জন্যে, বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আইনসঙ্গত বাণিজ্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করবার জন্যে, অশান্তি এবং বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে তুমি অপরাধী। নবাব জাফর আলি খান এই অপরাধের জন্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

সিরাজ : মৃত্যুদণ্ড? জাফর আলি খান স্বাক্ষর করেছেন? কই দেখি।

মিরন : আসামির সে অধিকার থাকে নাকি? (পেছনে ফিরে)

মোহাম্মদি বেগ : জনাব।

মিরন : নবাবের হুকুম তামিল কর।

(সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল।মোহাম্মদি বেগ লাঠিটা মুঠো করে ধরে সিরাজের দিকে এগোতে লাগল)

সিরাজ : প্রথমে মিরন, তারপর মোহাম্মদি বেগ।মিরন তবু মিরজাফরের পুত্র, কিন্তু তুমি মোহাম্মদি বেগ, তুমি আসছ আমাকে খুন করতে?

(মোহাম্মদি বেগ তেমনি এগোতে লাগল।সিরাজ হঠাৎ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে।)

আমি মৃত্যুর জন্যে তৈরি।কিন্তু তুমি এ কাজ কোরো না মোহাম্মদি বেগ।

(মোহাম্মদি বেগ তবু এগোচ্ছে।সিরাজ আরও ভীত)

সিরাজ : তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদি বেগ।অতীতের দিকে চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো। আমার আব্বা-আম্মা পুত্রস্নেহে তোমাকে পালন করেছেন।তাঁদেরই সন্তানের রক্তে সে-স্নেহের ঋণ-আঃ...

(লাঠি দিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল।সিরাজ লুটিয়ে পড়ল।মোহাম্মদি বেগ স্থির দৃষ্টিতে দেখতে লাগল মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে।ডান হাতের কনুই এবং বাঁ হাতের তালুতে ভর দিয়ে সিরাজ কিছুটা মাথা তুললেন)

(স্খলিত কণ্ঠে) লুৎফা, খোদার কাছে শুকরিয়া, এ পীড়ন তুমি দেখলে না।

(মোহাম্মদি বেগ লাঠি ফেলে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজের লুণ্ঠিত দেহের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার পিঠে পর পর কয়েকবার ছোরার আঘাত করল। সিরাজের দেহে মৃত্যুর আকুঞ্চন।মোহাম্মদি বেগ উঠে দাঁড়াল)

সিরাজ : (ঈষৎ মাথা নাড়বার চেষ্টা করতে করতে মৃত্যু-নিস্তেজ কণ্ঠে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ...

(মোহাম্মদি বেগ লাথি মারল।সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের জীবন শেষ হলো।শুধু মৃত্যুর আক্ষেপে তার হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিরকালের মতোনিস্পন্দ হয়ে গেল।)

মোহাম্মদি বেগ : (উল্লাসের সঙ্গে) হা হা হা...

মিরজাফর (৬৬)
↓
মির কাশেম
(১৭৬৪)
↓
বক্সারের যুদ্ধ
↓
১৭৬৫

উৎকর্ষ

'তোমার অপরাধের জন্য নবাবের দণ্ডাজ্ঞা শোনাতে এসেছি।'- কোন নবাবের? [চ. বো. ১৬]

ক) মিরজাফর
খ) ক্লাইভ
গ) সিরাজউদ্দৌলা
ঘ) মিরন

উৎকর্ষ

'তোমার অপরাধের জন্য নবাবের দণ্ডাজ্ঞা শোনাতে এসেছি।'- কোন নবাবের?
[চ. বো. ১৬]

ক) মিরজাফর
খ) ক্লাইভ
গ) সিরাজউদ্দৌলা
ঘ) মিরন

জামিল সাহেব রায়হানকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে লালনপালন করেন।লেখাপড়া শেখান। জামিল সাহেব নিজের সন্তানের মতোই তাকে ভালোবাসতেন।কিন্তু জামিল সাহেব মারা যাওয়ার পর রায়হান সম্পত্তির লোভে জামিল সাহেবের ছেলেকে হত্যা করে।উদ্দীপকের রায়হান নিচের কোন চরিত্রের সাথে তুলনীয়?
[ঢা. বো. ১৯]

ক) মোহাম্মদি বেগ
খ) মোহন লাল
গ) মিরজাফর
ঘ) মিরন

জামিল সাহেব রায়হানকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে লালনপালন করেন।লেখাপড়া শেখান। জামিল সাহেব নিজের সন্তানের মতোই তাকে ভালোবাসতেন।কিন্তু জামিল সাহেব মারা যাওয়ার পর রায়হান সম্পত্তির লোভে জামিল সাহেবের ছেলেকে হত্যা করে।উদ্দীপকের রায়হান নিচের কোন চরিত্রের সাথে তুলনীয়?
[ঢা. বো. ১৯]

ক) মোহাম্মদি বেগ
খ) মোহন লাল
গ) মিরজাফর
ঘ) মিরন

সিরাজউদ্দৌলাকে কোথায় হত্যা করা হয়?
[ম. বো. ২৩]

ক) ভগবানগোলায়
খ) জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায়
গ) মুর্শিদাবাদে
ঘ) পাটনার কয়েদখানায়

সিরাজউদ্দৌলাকে কোথায় হত্যা করা হয়?
[ম. বো. ২৩]

ক) ভগবানগোলায়
খ) জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায়
গ) মুর্শিদাবাদে
ঘ) পাটনার কয়েদখানায়

ঘটনাপ্রবাহ

নবাবের বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর সংঘর্ষ

ইংরেজদের পরাজয় এবং ক্লেটন ও ড্রেকের পলায়ন

ড্রেক ও মার্টিনের ঝগড়া

নবাবের সাথে বিশ্বাঘাতকতার সংবাদ নিয়ে হলওয়েলের আগমন

ঘসেটি বেগমের বাড়িতে বৈঠক

ঘটনাপ্রবাহ

শওকত জঙ্গকে সমর্থনের পেছনে নিজেদের দাবি পেশ

গোপন বৈঠকে সিরাজের আগমন ও ঘসেটি বেগমকে রাজপ্রাসাদে যাওয়ার নির্দেশ

লবণ বিক্রেতার ওপর নির্যাতনের বর্ণনা

রাজদরবারের কর্মকর্তাদের শপথ গ্রহ

উমিচাদের চিঠি নিয়ে রাইসুল জুহালার প্রবেশ

ঘটনাপ্রবাহ

মিরনের আবাসে ইংরেজদের সাথে বিশ্বাঘাতকদের বৈঠক

↓

উমিচাদকে ঠকানোর ব্যবস্থা গ্রহণ

↓

দেশ বিক্রির দলিলে মিরজাফরের স্বাক্ষর

↓

লুৎফুন্নেসার কক্ষে সিরাজের প্রতি ঘসেটি বেগমের আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ

স্ত্রীর কাছে সিরাজের নিজ অসহায়ত্বের প্রকাশ

ঘটনাপ্রবাহ

- পলাশীতে বিশ্বাসঘতকতার আশঙ্কা নবাবের
- যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে নবাবের শিবিরে একের পর এক দুঃসংবাদ
- যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নবাবের প্রস্থান
- রাইসুল জুহালার আসল পরিচয় প্রকাশ
- জনতার প্রতি নবাবের অনুরোধ

ঘটনাপ্রবাহ

মানুষের পলায়ন ও মোহনলাল বন্দি

মিরজাফরের সিংহাসনে আরোহন

উমিচাঁদ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার

সিরাজকে হত্যার প্রস্তাব

মিরণের আদেশে সিরাজকে হত্যা

উক্তি

সিরাজউদ্দৌলা

ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়।কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় না।

'আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে।

আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়।

শুধু ঘুম নেই শেয়াল আর সিরাজউদ্দৌলার চোখে।

আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে।বিচারক আপনারা।

বোঝা যতই দুর্বহ হোক একাই তা বইবার চেষ্টা করব।

কত বড় শক্তি, তবুও কত তুচ্ছ মিরমর্দান।

উক্তি

সিরাজউদ্দৌলা

তার চেয়ে যা বড়, সবচেয়ে যা বড় আমাদের সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প।

পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশিতে।কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়।

শত্রুর কবল থেকে দেশেকে বাঁচাতে হলে আমাকে তাই করতে হবে।

বাংলার ভাগ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সমস্ত খবরই আপনি রাখেন।

আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তিতে নয়, মোহনলাল।

ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব।

উক্তি

মিরজাফর

শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।

'সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো।

বুকের ভেতর হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল।

মিরজাফর বেইমান নয়, কর্নেল ক্লাইভ।

উক্তি

ঘসেটি বেগম

- তুমি কম সাপিনী নও।
- তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে, সিরাজ।
- দরিদ্র রমণী আমি’
- অদৃষ্টের পরিহাস- তাই ভুল করেছিলাম।
- সিরাজ বাংলার নবাব, আমি তার প্রজা।
- সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।
- মতিঝিল ছেড়ে আমি এক পা নড়ব না।

উক্তি

উৎকর্ষ

লর্ড ক্লাইভ

আমি জানি হি ইজ অ্যা ডেড হর্স।

আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।

No clown will ever beat him

'আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি।

ইউ আর স্যাক্রিফাইসিং দ্যা নবাব অ্যান্ড নট দ্যা কান্ট্রি।

যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না।

আজ রাত্রেই কাজ সারতে হবে।এসব ব্যাপারে চান্স নেওয়া চলে না

উক্তি

দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়।আমি দওলতের পূজারী।

আমি চিরকালই ইংরেজের বন্ধু।মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব।

আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই।

ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।

আমি দুধের হাঁড়ির কাছে যেতে না যেতেই হাঁড়ির কালি মেখে গুলবাঘা বনে যাই।

উমিচাঁদ

উক্তি

উৎকর্ষ

রাজবল্লভ

- সবাই উচ্চাভিলাষী।সবাই সুযোগ খুঁজছে।
- গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার জীবন নবাবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।
- নবাবের তহবিল দুবার করে লুট করলেও তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা

উক্তি

উৎকর্ষ

লুৎফুন্নেসা

আপনাকে আমরা মায়ের মতো ভালোবাসি।মায়ের মতো শ্রদ্ধা করি।

অন্ধকারে ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।

রায়দুর্লভ

চারদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র।এর ভেতর কর্তব্য স্থির করাই দায় হয়ে উঠেছে।

আমাকে আপনি নৃত্যগীতের সুধারসে একেবারে নিরাসক্ত বলেই ধরে নিয়েছেন।

উক্তি

উৎকর্ষ

রায়সুল

সন্দেহ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু বেশি সন্দেহে বুদ্ধি খুলিয়ে যেতে পারে।

সে কি বেইমানির চেয়ে খারাপ?...তবু ভয় নেই, সিরাজউদ্দৌলা বেঁচে আছে।

মোহনলাল

আমার শেষ যুদ্ধ পলাশীতেই ।

সাঁফ্রে আর আমার যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।

উক্তি

উৎকর্ষ

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

ক্লেটন

যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।ভিক্টরি অর ডেথ, ভিক্টরি অর ডেথ।

বিপদ আসন্ন দেখে কাপুরুষের মতো হাল ছেড়ে দিও না।যুদ্ধ করো, প্রাণপণে যুদ্ধ করো।